

# দুর্যোগে নারীর লড়াই : স্বীকার-অস্বীকারের দোলাচল

উদিসা ইসলাম

দুর্যোগে নারীদের যতটা অসহায় হিসেবে তুলে ধরা হয়, দুর্যোগ মোকাবিলায় যে তারা তার চেয়ে অনেক বেশি সংগঠিত সে কথা উঠে আসে না। এমনও দেখা গেছে, নিজে পানিতে দাঁড়িয়ে শিশুটিকে যেমন মাচার ওপর রেখে রক্ষা করছে, তেমনই শেষ বীজের অংশ কোমরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। এ ছাড়া, ধান ও মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালনসহ বিভিন্ন আয়মূলক কাজ যেমন নারীরা করে থাকে, দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সেগুলো রক্ষার দায়ও তাদের কাঁধেই থাকে। কেননা উপকূলবর্তী অঞ্চলে পুরুষরা বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরে কাজে থাকে। অথচ, নারীদের এই সক্ষমতার বিচারের আওতায় নেওয়া হয় না। আজো নারীকে ভঙ্গুর হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতাই বিদ্যমান, যার সহায়তা প্রয়োজন। প্রতিকূল পরিবেশে নারীরা তাদের দায়িত্ব পালনের পরও পরিবারের সদস্যদের দুর্যোগজনিত সমস্যা দূর করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। নারীদের নেওয়া এসব অভিযোজন-কৌশল অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দৃষ্টির আড়ালে থাকে এবং স্বীকৃতি পায় না।

ঘটনা ১ : রাহেলা বেগম। যমুনার ভাঙনে সব হারিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকায় চলে আসেন ১৯৮৫ সালে। ঢাকায় কালশী আদর্শনগরে বাসা ভাড়া করে থাকেন। সেই থেকে চলছে টিকে থাকার লড়াই।

জানালেন, গার্মেন্টস-এ চাকরি করি। যতটুকু বেতন পাই তাই দিয়েই টেনেটুনে সংসার চালাই। কিন্তু সামান্য সুযোগ পেলে আবারও ফিরতে চাই গ্রামে। শহরে মন মানে না। যেহেতু পরিবারের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে একতা আছে তাই আমি কোনো বিপদে পড়লে তারা আমাকে সাধ্যমতো সহযোগিতা করে, আমিও করি।

কিন্তু তারপরও কোথাও যেন না পাওয়ার বেদনা, অস্তিত্বের সংকট।

ঘটনা ২ : সুমিতা রাণী, বাড়ি মোড়েলগঞ্জ। সিডর, আইলা, রোয়ানু কিছুতেই তিনি ঘর ছাড়েন নি। সবাইকে সাইক্লোন শেল্টারে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি ঘরে থাকেন। এই ঘর, যেখানে ঝড় থেমে গেলে তার পরিবারের সদস্যরা ফিরে আসবে।

কেন যান না ঘর ছেড়ে প্রশ্নে সুমিতা বলেন, আছে তো কেবল ঘরখানাই। দূরের সাইক্লোন শেল্টারে গেলে ঘরটা চোখের আড়াল হয়। তাতে যে অস্থিরতা হয় সেটা আমি নিতে পারি না। কতদিনের কষ্টে একটু একটু করে গড়ে তোলা বাড়ি, ভাঙলে চোখের সামনে ভাঙুক। আর পরিবারের সদস্যরা দেখবে তাদের জন্য আমি সব যুগিয়ে রেখেছি, সেটার আনন্দ আছে।

উপরের দুটো ঘটনাই জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার নারীর কথা। একজন এলাকা ছেড়ে এসেও ফিরতে চান শিকড়ে, যেখানে তার জন্য কিছু রাখা নেই। আরেকজন নিজের ঘরটা ছাড়তে চান না হাজারো প্রতিকূলতায়।

পরিবেশ-নারীবাদ বা প্রতিবেশ-নারীবাদ বর্তমান সময়ের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। যার মূল কথা হচ্ছে, নারী পুরুষের চেয়ে বেশি প্রকৃতিঘনিষ্ঠ। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য

দিয়ে যেতে হয় মানুষকে তা প্রতিরোধে নারীর অবদানের জায়গা থেকে নারীর ভঙ্গুরতার জায়গাটাকে তুলে ধরা হয় বেশি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনে নারীর ওপর যে প্রভাব পড়ে সেটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আসছে।

মনে রাখা জরুরি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সংঘটিত দুর্যোগ কখনোই জেভার ও বয়স দেখে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। এরা নারী ও পুরুষ, বৃদ্ধ ও তরুণদের ভিন্ন-ভিন্নভাবে ভিন্ন-ভিন্নরূপে আঘাত হানে। যখন আমরা তথ্য উপাত্তের দিকে তাকাই, যখন দুর্যোগে মৃতের পরিসংখ্যানের কথা আসে, তখন পুরুষের চাইতে নারীদের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে নজরে পড়ে। আবার ঠিক ততটাই নারীর টিকে থাকার লড়াইটাও নজরে আসে বটে, কিন্তু সেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার নজির কম।

২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে সুনামী সংঘটিত হওয়ার পর অল্পফ্যাম খানা জরিপ পরিচালনা করে দেখতে পায় প্রতি একজন পুরুষের বিপরীতে ৪ জন নারী মৃত্যুবরণ করেছে। কিছু গ্রামে মৃতদের মধ্যে সকলেই ছিল নারী। এই সংখ্যাগত বৈষম্যকে মূলত নারীদের ওপর সমাজে আচরণের ও সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে; যেমন, আছেহতে নারী ও মেয়েদের সাঁতার শেখানো বা গাছে ওঠাকে উৎসাহিত করা হয় না।

এ পরিস্থিতিতে একটি দুর্যোগে স্থানচ্যুতি, মানসিক চাপ ও মানসিক আঘাত অতি পরিচিত বিষয় এবং পারিবারিক নিপীড়নের প্রাক বিদ্যমান ঝুঁকির বিষয়টিকে একটি দুর্যোগ আরো বাড়িয়ে তোলে। অনেক শিশু ও নারী আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার সময় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অথবা হারিয়ে যায়, যা কিনা সহিংসতার ঘটনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

অথচ নারী দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নিজের কথা ভাবেন না বললেই চলে। গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মা প্রথমে শিশুর বইগুলো রক্ষার চেষ্টা করে। নিজের টিকে থাকার লড়াইয়ে সে শিশুর খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন যেমন থাকে, তেমনই বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং দুর্যোগের অব্যবহিত পরের দিনগুলো বিবেচনায় নিয়ে কিছু বীজ নিজের সাথে রাখার প্রবণতা তাদের মধ্যে থাকে। এমনকি নারীদের এসব কর্মকাণ্ডে শিশু, বিশেষত মেয়েশিশুরা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এমনকি নারীরা পুরুষের পাশাপাশি রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, বনায়ন, ইত্যাদি কার্যক্রমে নিজেদের শ্রম দিয়ে থাকে।

নারীর উপস্থিতি কেবলই ভঙ্গুর হিসেবে দেখানোর রাজনীতিটা আসলে কী? কেবল সমাজে প্রচলিত অর্থে দুর্বল হিসেবে নারীর যে অবয়ব তৈরি করা হয়েছে সেটারই পুনরুৎপাদন? অথচ ঘূর্ণিঝড়ে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের পর সকল মিঠা পানির উৎস লবণাক্ত পানিতে পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় নিরাপদ পানির চরম সংকট যখন দেখা দেয়, তখন নারীই বুদ্ধি বের করেন কীভাবে মিঠা পানি সংরক্ষণ করা যায়। ঘূর্ণিঝড় শেষ হওয়ার পর বাড়ি ফিরে যাতে দরকারি জিনিসের অভাব বোধ না করে সেজন্য বিপদের মুহূর্তে বাড়ি ত্যাগের পূর্বে মাটির বড়ো হাঁড়িতে বা ড্রামে নিরাপদ পানি রেখে ভালোভাবে মুখ আটকে রাখে, যাতে পোকা-মাকড় বা ময়লা ঢুকতে না পারে। এ ধরনের ব্যবস্থা নারীরাই করে। আবার শুকনো খাবারের মধ্যে চিড়া, মুড়ি, চাল, ডাল, দিয়াশলাই, শুকনো কাঠ, পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য ফিটকারি, চিনি, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কিছু ওষুধ, ব্যান্ডেজ, তুলা, ওরস্যালাইন ইত্যাদি বড়ো পলিথিনের প্যাকেট ভরে ঘরের মধ্যে বড়ো গর্ত করে মাটি দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে রাখার দায়িত্বটাও নারীই পালন করেন নিরলসভাবে। তাহলে নারী দুর্বল কোথায়? শক্তি-বুদ্ধিতে নাকি বিবেচনায় নেওয়া না-নেওয়ায়?

শেষ করতে চাই সবিতা রাণীর কথা দিয়ে। সিদ্ধান্ত নিবেন পাঠক। নারীকে কেবল দুর্বল বলে সুবিধা আদায় করে তা পুরুষের জন্য ব্যবহারের দিন নারী নিজেই নিজের কাজের মধ্য দিয়ে শেষ করে দিয়েছে। সবিতা রাণী হাওলাদার পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নবীপুর গ্রামের বাসিন্দা। উপকূলীয় এলাকায় বসবাস বলে জীবনে অনেকগুলো ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়েছেন তিনি। প্রতিবারই সবকিছু হারিয়ে নিঃশ্ব হয়েছেন। আবার নতুন করে শুরু করতে হয়েছে প্রতিবারই। কয়েকবার ঠেকে সবিতা সিদ্ধান্ত নেন আগাম সতর্ক ও সচেতন হয়ে ওঠার।

১৬ মে ২০১৩ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ‘মহাসেন’ বাংলাদেশের মধ্য-দক্ষিণ উপকূলে আঘাত হানে। এটি উপকূলীয় জেলা বরগুনা, পটুয়াখালী এবং ভোলার স্থলভাগের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে। চালায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। সবিতা তার দলের নারী সদস্যদের নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার পরিবারগুলোর তালিকা তৈরি করেন। তারপর একজোট হয়ে নারী সদস্যরা মিলে অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। এই কাজ, এই এগিয়ে আসা নারীর আজকের ব্যাপার নয়, উপকূলের নারীর জীবন এর ওপরই দাঁড়িয়ে। আমরা কেবল স্বীকার করতে চাই না। আমরা কেবল নারীকে দুর্বল দেখতে চাই।

উদিসা ইসলাম সাংবাদিক, বর্তমানে বাংলা ট্রিনিউনে কর্মরত। [udisaislam@gmail.com](mailto:udisaislam@gmail.com)